যুগান্তর

শিক্ষা বিভাগে তৃতীয় দফায় বড় বদলি

একটি গ্রুপের প্রাধান্য

প্রকাশ : ০১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

দু'মাসের মাথায় শিক্ষা বিভাগ ও সরকারি কলেজের বিভিন্ন পদে আবারও বড় ধরনের বদলির ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি বেশকিছু কর্মকর্তাকে করা হয়েছে ওএসডি। বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত একাধিক আদেশ জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাতে মোট ১০৬ জন আছেন, যাদের সবাই শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা।

এর আগে গত ২৬ মে পৃথক কয়েকটি আদেশে ১৬৫ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়। তবে সেই বদলি কলেজের মধ্যে সীমিত থাকায় তা আলোচনায় আসেনি।

তবে গত ২৫ মার্চ আরেক বদলি-ওএসডির আদেশ নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, শিক্ষা ক্যাডারে বহুল সমালোচিত 'বাড়ৈ সিন্ডিকেট' হিসেবে পরিচিতরা তখন পুনর্বাসিত হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা ক্যাডারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ হিসেবে পরিচিত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ)। ওই পদে কয়েক মাস আগে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়া ব্যক্তিকে পদায়ন করায় ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়, যা এখনও চলছে। কেননা, টপ সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্য থেকে সাধারণত এ পদে নিয়োগ দেয়ার রেওয়াজ আছে।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবারের আদেশেও বদলি হয়ে তুলনামূলক ভালো পদে পদায়ন পেয়েছেন উল্লিখিত একই সিন্ডিকেটের কর্মকর্তারা। আর ওই সিন্ডিকেটের বাইরে থাকা কর্মকর্তাদের কপালে জুটেছে ওএসডি আদেশ। ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়ানোর কারণে নেতিবাচক ভাবমূর্তি, বছরের পর বছর ঢাকায় লোভনীয় পদে চাকরিসহ নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের শেষের দিকে যেসব কর্মকর্তাকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছিল, এভাবে তাদের অনেকে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন। এভাবে সুবিধাজনক পদে তাদের ফিরে আসায় শিক্ষা ক্যাডারের অন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এভাবে একটি সিন্ডিকেটেরই সদস্য এবং চেনামুখগুলোর লোভনীয় পদে পদায়ন পাওয়ার নেপথ্যে চাঁদপুরের একটি সরকারি ও বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কলেজ শাখায় কর্মরত এক উপ-সচিবের প্রভাব আছে। ওই তিন ব্যক্তিও বাড়ৈ সিন্ডিকেটের ঘনিষ্ঠ হিসেবে শিক্ষা প্রশাসন ও ক্যাডারে পরিচিত বলে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয়ের বৃহস্পতিবারের আদেশে দেখা গেছে, সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজের ৭৫ শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ১৩ জন কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ১৬ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন স্থানে বদলি ও পদায়ন আদেশ দেয়া হয়েছে। এসব কর্মকর্তার মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা শাখার সাবেক এক কর্মকর্তাকে কুমিল্লা থেকে ঢাকার একটি দফতরে বদলির আদেশ দেয়া হয়েছে। এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তদন্তের জন্য একাধিকবার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

বোর্ডে থাকাকালে প্রভাব খাটিয়ে তিনি একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। তখন ওই প্রতিষ্ঠানে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, সরকারি ব্যাংক থেকে বেসরকারি স্কুলের অর্থ গচ্ছিত রাখার অভিযোগ আছে। আরেক কর্মকর্তাকে যশোর থেকে একটি প্রকল্পের পরিচালক করে আনা হয়েছে। নবীন এই অধ্যাপকও এর আগে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ ওঠায় তাকে বদলি করা হয়েছিল। ঢাকা বোর্ড থেকে খুলনায় পাঠানো আরেক কর্মকর্তাকে গত সপ্তাহে আরেক আদেশে ঢাকা কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে বসানো হয়েছে। এভাবে একে একে একই সিন্ডিকেটের কর্মকর্তাদের ঢাকায় এনে ফের লোভনীয় পদে বসানোর ঘটনায় শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বৃহস্পতিবার বদলি আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে আছেন কুমিল্লা বোর্ডের সচিব অধ্যাপক মো. আবদুস সালাম। তাকে পুরস্কার দিয়ে একই শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। আর চেয়ারম্যানকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে। অপরদিকে ওই কলেজের অধ্যক্ষকে ওএসডি করা হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের সাবেক কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক আশফাকুস সালেহীনকে ১৫০০ কলেজ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক এবং আবুল কালাম আজাদকে ডিআইএ'র উপ-পরিচালক করা হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের সাবেক আরেক কর্মকর্তা নায়েমের উপপরিচালক পদে পদায়নে আদেশ পেয়েছেন। গত ২৫ মার্চের অপর আদেশে ওএসডি হওয়া সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও মাউশির তৎকালীন সহকারী পরিচালক জাকির হোসেনকে ওএসডি থেকে পদায়ন করা হয়েছে মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজে সংযুক্ত হিসেবে।

এনসিটিবির মোট ১৩ কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন এনসিটিবির সদস্য অধ্যাপক ড. মিয়া ইনামুল হক, মাধ্যমিকের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম, মাধ্যমিকের সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ, বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক হাসমত মনোয়ার। বদলি হওয়া সব শিক্ষক-কর্মকর্তাকে আগামী ১৩ জুনের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে ড. মিয়া ইনামুল হক অবশ্য নিজ পদে তিন বছর পূর্ণ হওয়ায় আবেদন করেছেন বদলির জন্য।

ওএসডি হওয়া কর্মকর্তাদের তালিকায় আরও রয়েছেন এনসিটিবির গবেষণা কর্মকর্তা সহযোগী অধ্যাপক মো. আবু সালেহ, প্রাথমিক শাখার বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক খ ম মঞ্জুরুল আলম, উপ-সচিব সহযোগী অধ্যাপক মো. সালাহ উদ্দিন, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক চৌধুরী মুসাররাত হোসেন জুবেরী, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক জাহিদ বিন মতিন এবং প্রাথমিক শাখার বিশেষজ্ঞ সহকারী অধ্যাপক মো. মোস্তফা সাইফুল আলম, গবেষণা কর্মকর্তা সহকারী অধ্যাপক মো. জিল্লুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুল মুমিন মোসাব্বির ও গবেষণা কর্মকর্তা সহকারী অধ্যাপক তৈয়বুর রহমান। এসব কর্মকর্তার বেশিরভাগকে অবশ্য বদলির ব্যাপারে ইতঃপূর্বে গঠিত একাধিক তদন্ত কমিটির সুপারিশ ছিল। তাদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতাসহ নানা অভিযোগ আছে।

এছাড়া ঢাকার কয়েকটি কলেজ ও দফতর থেকে বিশেষ করে ঢাকা কলেজ থেকে বেশ ক'জনকে ঢাকার বাইরে পাঠানো হয়েছে। তাদের অনেকে বছরের পর বছর ঢাকায় ছিল বলে জানা গেছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।